ইকিগাই দীর্ঘায়ু দিতে পারে- অজয় মজুমদার দ্বিতীয় পাতায়...

কে সর্বোচ্চ, সুপ্রিম কোর্ট না সংসদ!- সুনীল কুমার রায় দ্বিতীয় পাতায়...

বিশিষ্ট ফুটবলার খগেন্দ্র নাথ দত্তের মূর্তি প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 45 ❑ 26 Jan., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে জেলা শাসক শ্রী শরদ কুমার দ্বিবেদী-এর উপস্থিতিতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবস

তৃণমূলকে ভোট না দিলে মিলবে না লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী ঃ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলকে ভোট দিয়ে না জেতালে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা পাবেন না গ্রামবাসীরা। শুক্রবার দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে দিদির দূত হয়ে বারাসাতের সাংসদ কাকলির ঘোষ দস্তিদার গিয়েছিলেন বনগাঁ ব্লকের চৌবেড়িয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি ওই মন্তব্য করেন। এদিন সকালে তিনি একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন। মন্দিরে নিজেই শঙ্খ বাজান সাংসদ। এরপর তিনি স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। সেখানকার পরিকাঠামোগত সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এরপরই তিনি নহাটা বাজার এলাকায় গ্রামের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ কর্মসূচিতে বসেন। সেখানেই এক মহিলা সাংসদকে জানান তাদের গ্রামে রাস্তাটি এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তারা চান দ্রুত রাস্তার কাজটি শেষ করবার জন্য।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাস্তাটি ৮৭ মোড় এলাকায়। রাস্তা তৈরীর কথাটি শুনে সাংসদ মহিলাকে প্রশ্ন করেন ওই এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্যকে। মহিলা জানান, বিজেপির সদস্য। এরপরই বাংলাদেশি বাংলার টানে হাসতে হাসতে সাংসদ বলেন, 'বিজেপিকে যেমন ভোট দিয়েছেন। তেমনি রাস্তা ওরকমই থাকবে। ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে এক মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন। এখানে তো সকলেই বিজেপি নয়, তৃণমূলের লোকও আছেন। পঞ্চায়েত ভোটে আমরা ভোট দেব না। তাহলে দেখি তৃণমূল কিভাবে জয়লাভ করে! তখনই ওই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কাকলি দেবী বলেন, "তৃণমূলকে ভোটে না জেতালে লক্ষ্মীর ভান্ডার স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী পাইবানা। মমতা ব্যানার্জি না জিতলে কিছুই পাইবা না।" সংসদের এই কথায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "সাংসদ জানেনই না রাস্তাটি একজন পঞ্চায়েত সদস্য তৈরি করতে পারেনা। আগামী দিনে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে এবং ওই রাস্তা তৈরি করবে। কাকলিদেবী পরে এ বিষয়ে বলেন, "দেখলেন না, আমি জোক্ করছিলাম, সিরিয়াসলি বলিনি।" এদিন পঞ্চায়েতে গিয়ে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের খোঁজ খবর নেন সাংসদ। এলাকায় পথসভাও করেন।

এদিনই বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চায় গিয়েছিলেন স্বরূপ নগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল। এদিন সন্ধ্যায় তিনি তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে চাটাই বৈঠকে অংশ নেন। সেখানে তৃণমূল কর্মীরা বাগ বিতান্ডায় জড়িয়ে পড়েন। ওই বৈঠকে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস নামে এক তৃণমূল কর্মী প্রশ্ন তোলেন পঞ্চায়েত সদস্য মাধুরী সরকারকে নিয়ে। চিত্তরঞ্জন বাবুর অভিযোগ, "মাধুরী সরকার তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন, পরে বিজেপিতে যোগ দেন এখন আবার তৃণমূলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এলাকার কোন উন্নয়ন করেননি। ও তৃণমূলে এলে আমরা তৃণমূল করব না।"

এই কথায় আপত্তি জানান পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিখিল ঘোষ। এরপরই শুরু হয়ে যায় তর্ক বিতর্ক। বিনা দেবী বলেন "বিষয়টি শুনেছি। যেখানে জানানোর সেখানে জানাবো।" দ্বিতীয় পাতায়...

চাষ করা ঘাস খেয়ে নেওয়ায় ষাঁড়কে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ বাড়ির গোরুর জন্য মাঠের জমিতে ঘাস চাষ করেছিল গাইঘাটার ময়নার বাসিন্দা গণেশ মজুমদার নামে এক ব্যক্তি। সেই ঘাস খাওয়ার জন্য অবলা ভবঘুরে ষাঁড়কে বাঁশ ও মুগুর দিয়ে বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠল গণেশের বিরুদ্ধে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ষাঁড়টির চিকিৎসা করছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানের সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ষাঁড়টি এলাকায় ঘোরাফেরা করে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে ক্ষতি করেনি। মাঝেমধ্যে হয়তো পেটের টানে ফসল খেয়ে নেয় কিন্তু তাড়িয়ে দিলে চলে যায়। স্থানীয়দের দাবি, গতকাল গণেশের গরুর জন্য চাষ করা ঘাস খেয়ে মাঠে শুয়েছিল ষাঁড়টি। যা দেখে বেজায় চটে যান গণেশ। বাঁশ ও মুগুর নিয়ে চড়াও হয় ষাঁড়টির উপরে। গ্রামবাসীদের দাবি, ষাঁড়ের মাথায় এবং পায়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে গণেশ। বারন করলে কারোর কথা তিনি শোনেননি। যা দেখে স্থানীয়রা ডাক্তার ডেকে ষাঁড়ের চিকিৎসা চালাচ্ছেন। গণেশের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ অস্বীকার করে গণেশের স্ত্রী মঞ্জু মজুমদার বলেন, "ষাঁড়টি আগে থেকেই অসুস্থ ছিল। তার বয়স হয়ে গিয়েছে। মাঠ থেকে তাড়ানোর জন্য দু'টো বাড়ি মেরেছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা বাড়িয়ে বলছে।"

রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে প্রশংসিত মছলন্দপুর ইমন মাইমের মূকনাটক শৈশব

নীরেশ ভৌমিকঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফ্‌তরের উদ্যোগে শিশু- কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হল গত ১৮ জানুয়ারী। কলকাতার চারুকলা ভবন প্রাঙ্গনের মুক্ত মঞ্চে শিশু কিশোর একাডেমী আয়োজিত একক মূকাভিনয়ে অংশ গ্রহন করে মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টারের শিশু শিল্পী সৃজা হাওলাদার। কিশোর মনের চিন্তা ভাবনা ও অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই মূক নাটকে। ইমন মাইম সেন্টারের পরিচালক ধীরাজ হাওলাদার নির্দেশিত মূকনাটক 'শৈশব' এ কিশোর মনের নানান চিন্তা ভাবনা ও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ছোট্ট মূকাভিনয় শিল্পী সৃজার নির্বাক অভিনয়ে। গ্রামের এক কিশোরী ফড়িং ধরে ধরে বন্দী করার খেলায় মেতে ওঠে। খেলতে খেলতেই মারা যায়া একটি ফড়িং। ইতিমধ্যে কিশোরী খেলতে গিয়ে কাঁটায় আহত হয়। কিশোরীর মনে সেই ব্যথার অনুভূতি প্রভাব ফেলে। এবারে সে বুঝতে পারে বন্দী থাকা এবং মৃত্যুর যন্ত্রনা কতটা কষ্টদায়ক। এটা তৃতীয় পাতায়...

নাবালিকার শ্লীলতা হানীর অভিযোগ প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠল। পরিবারের পক্ষ থেকে গতকাল বাগদা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ওই প্রধানের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলার রুজু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত প্রধানের নাম অনিমেষ বাইন। তিনি হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান ছিলেন। অভিযুক্ত পলাতক। তাঁর খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ কয়েক মাস আগে ওই নাবালিকা রাস্তা দিয়ে একা যাবার পথে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। সম্প্রতি ওই নাবালিকার মোবাইলে বিভিন্ন রকম কুরুচিকর মেসেজ পাঠিয়েছিল অভিযুক্ত। সূত্রে জানা গিয়েছে, অনিমেষ বাইন স্থানীয় আষাঢু লার্জ সাইজ কো-অপারেটিভ সোসাইটির তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের সম্পাদক। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন "দল বিরোধী কাজের জন্য ওনাকে গত ডিসেম্বর মাসেই বহিষ্কার করা হয়েছিল। বহিস্কারের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা শিশির হাওলাদার বলেন, "তৃণমূল দল যাতে আর কালিমালিপ্ত না হয় সে কারণেই কি অনিমেষ বাইনকে বহিষ্কারের কথা বলা হচ্ছে। বহিষ্কার হলেও উনি কি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দলের কাজ করছেন।

বনগাঁ ল'ইয়ার্স ক্লার্কস্ ফোরামের উদ্যোগে বনগাঁ আদালত চত্বরে ল'ইয়ার্স ক্লার্কস্ ফোরামের সভাপতি মহিবুল সিদ্দিকী (তুহিন) এর পরিকল্পনায় ও হীরক মজুমদার, নিমাই কর্মকার, দীলিপ মণ্ডল, পরিমল মণ্ডল, সৌভিক সরকার, ঝুম্পা বিশ্বাস, বুলবুলি খাতুন, মিলন দেবনাথসহ অন্যান্য সদস্যদের নিরলস পরিশ্রমে ফি বছরের ন্যায় এবারও সজ্জিত ও সম্পন্ন হল বাগ্‌দেবীর আরাধনা। ছবি ও তথ্য ঃ অঙ্কন মণ্ডল।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪৫ ❐ ২৬ জানুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

শব্দদূষণে জেরবার শহর

শহর জুড়ে প্রায় সর্বত্রই তারস্বরে মাইক বাজছে। মাইকের আওয়াজে নাজেহাল হওয়াটা এখানকার মানুষের দৈনন্দিন রুটিন হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে মাইক। শহরবাসীর অভিযোগ, বছরভর শব্দের দাপট চলে। যে কোনও অনুষ্ঠানে মাইক বাঁধাটা এক প্রকার নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক হোক বা ধর্মীয়, যে কোনও অনুষ্ঠানেই চোঙা বাঁধাটা এক প্রকার বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। অথচ এই শব্দের দাপটে রাস্তায় বেশিক্ষণ থাকতে পারছেন না মানুষ। অনেকসময় মোবাইলের রিংটোন শুনতে পান না পথচারীরা। এমনকি যানবাহনের হর্নও ঠিকমত শুনতে সমস্যা হচ্ছে। কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে প্রবীণ মানুষদের। সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়ারাও। শহর এলাকায় মানুষ শান্তিতে বাড়িতে বিশ্রামও নিতে পারছেন না। ব্যবসায়ীরাও দোকানে বসে থাকতে পারছেন না। ক্রেতাদের দোকানে ঢুকে জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছে। দোকানিদের কথায়, "চোঙার দাপটে দোকানে বসে থাকা যাচ্ছে না। ক্রেতার সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।" অভিভাবকরা বলেন, "ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া লাটে উঠতে বসেছে।" অভিযোগ, অনুষ্ঠান শুরুর আগে থেকেই ইদানীং মাইক বাজানো হচ্ছে। কোন অনুষ্ঠানে কারা কত বেশি মাইক বাঁধতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অতীতে শহরের কিছু মানুষ শব্দদূষণ প্রতিরোধ মঞ্চ তৈরি করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে প্রচার করেন। শহরে মিছিল বের করা হয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর তরফে পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছিল। সে সময় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও পুরোপুরি ভাবে বন্ধ করা যায়নি বনগাঁ শহরের শব্দদূষণ। এখন দেখার প্রশাসনের উদাসীনতায় আর কতদিন বনগাঁ শহরে শব্দের তাণ্ডব চলে।

বাগ্‌দেবীর আরাধনায় ঢাকুরিয়া হাই স্কুল (চাঁদপাড়া)

প্রতিমা নির্মানে
শ্রী প্রীতম পাল (ছাত্র)
ও শ্রীমতী নন্দিতা রায় (শিক্ষিকা)
সাজসজ্জা ও অলংকরণে ঃ
শ্রী বাপ্পাদিত্য রায় (শিক্ষক)
ও শিক্ষিকা কবিতা রায়।

থিম ঃ দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর।

বিষয়- জনস্বাস্থ্য

ইকিগাই দীর্ঘায়ু দিতে পারে

অজয় মজুমদার

জাপানিরা সবসময়ই বেশি দিন বাঁচেন। তবে বর্তমান বিশ্বে সবার উপরে আছে হংকং। চলতি বছরে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা তালিকায় দেখা গেছে— গড় আয়ুর বিচারে জাপানকে পেছনে ফেলে দিয়েছে হংকং। ১৩৭ টা দেশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম।

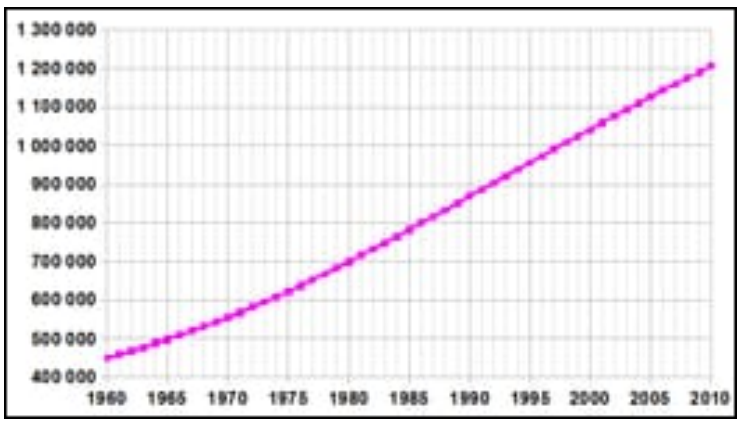

পৃথিবীর দশটি দেশে আয়ু সবচেয়ে বেশি ১) প্রথমেই আসে হংকং ৮৪.৩, ২) জাপান ৮৩.৮, ৩) ইতালি- ৮৩.৫, ৪) স্পেন ৮৩.৪ ৫)সুইজারল্যান্ড ৮৩.৪, ৬)আইসল্যান্ড ৮২.৯, ৭) ফ্রান্স ৮২.৭, ৮)সিঙ্গাপুর ৮২.৬ , ৯)সুইডেন ৮২.৬, ১০) অস্ট্রেলিয়া ৮২.৫

মানুষের গড় আয়ু বলতে আমরা বুঝি দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া গত ছয় দশকে গড় আয়ু ৪৬ বছর থেকে বেড়ে ৭১ বছর হয়েছে। গড় আয়ু বাড়া উন্নয়নের লক্ষণ। তবে বিশাল বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে যদি কর্মক্ষম করা না হয়, তবে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। ১৯৬০ সালে গড় আয়ু ছিল ৪৬ বছর। ১৯৬৫ সালে গড় আয়ু বেড়ে ৪৯ বছর হলো। ভারতীয়দের মধ্যে গড় আয়ু মারাঠি ও তামিলদের থেকে পিছিয়ে বাঙালিরা। বিশ্বের গড় আয়ুর চেয়ে এখনও ভারতীয়দের গড় আয়ু কম। বিশ্বে গড় আয়ু ৭২ বছর ৬ মাস। সমীক্ষা রিপোর্টে বলছে আমাদের দেশে মানুষের গড় আয়ু ৬৯ বছর ৭ মাস। মেয়েদের গড় আয়ু ছেলেদের তুলনায় বেশি। মেয়েরা আড়াই বছর পুরুষদের থেকে বেশি বাঁচেন। ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর। বর্তমানে গড় আয়ু বেড়ে ৬৯ বছর হয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গড় আয়ু দ্বিগুনেরও বেশি হয়েছে। স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের (এসআরএস) নতুন রিপোর্টে উঠে এলো এমন তথ্য। যদিও বিশ্বের গড় আয়ু বর্তমানে ৭২ বছর ৬ মাস।

মহিলাদের গড় আয়ু বেশি : এসআরএস ২০১৫ থেকে ২০১৯ সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে এদেশে মানুষের গড় আয়ু ৬৯ বছর ৭ মাস। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে মেয়েদের গড় আয়ু পুরুষদের থেকে বেশি বেড়েছে। ৭১ বছর এক মাস। পাশাপাশি গ্রামের মানুষের থেকে শহরের মানুষের গড় আয়ু বেশি' ৭৩ বছর। গ্রামের মানুষের গড় আয়ু ৬৩বছর ৩ মাস।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লির মানুষেরা বেশি দিন বাঁচেন। এখানকার মানুষের গড় আয়ু ৭৫ বছর ২মাস। গড় আয়ুর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অষ্টম স্থানে। মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু তে মহিলাদের ৭৩.২ এবং পুরুষরা ৭২.১ বছর বাঁচেন।

জাপানের দক্ষিণ অঞ্চলীয় দ্বীপ ওকিনাওয়ার মানুষজন পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের মানুষের চেয়ে এমনকি জাপানের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের চেয়ে বেশি বাঁচে। জাপানিদের ভাষায় অবসর বলে কোন শব্দ ওদের সমাজ জীবনে নেই। কেন জাপানিদের গড় আয়ু বেশি এটাই সবার ভাবনার বিষয়। জাপানের কাছে ভালো থাকার ধারণাটাই (কনসেপ্ট) হচ্ছে ব্যস্ত থাকা। এটাকে জাপানিরা "ইকিগাই" বলে থাকেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, আপনি এমন একটি কাজ করুন, যে কাজটা আপনি ভালোবাসেন এবং সে কাজটি আপনি ভালোভাবে করতেও পারেন। তাদের দাবি, এমন করলে আপনি ভালো থাকবেন, সুখী থাকবেন, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন। ইকিগাই এর অর্থ হল— আপনার বেঁচে থাকার অর্থ ও যে জিনিস গুলো আপনাকে আরো বেশি বছর বাঁচবার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়, এটাই হচ্ছে ইকিগাই। সুতরাং ইকিগাই অর্থ হচ্ছে— ভালো থাকা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা।

আপনার জীবন, আপনার পরিবার কিংবা সমাজে যেটার মূল্য রয়েছে এবং কোন না কোন ভাবে আপনার জীবন, পরিবার বা সমাজের তা উপকারে আসে। এতেই আপনার বেঁচে থাকার আগ্রহ বাড়ে। বরং বিছানায় শুয়ে থাকলে বেঁচে থাকার আগ্রহটাই কমে যাবে। ভাল বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ওঠা-বসা করুন। যাদের বিপদে আপদে সবসময় কাছে পাওয়া যায়। এবং প্রয়োজনে সুপরামর্শ পাওয়া যায়। এতে দীর্ঘায়ু পাওয়া যায় বলে তাদের বিশ্বাস।

খাবার সময় পেট ভরে খাবেন না। যে খাওয়াই হোক না কেন, চেষ্টা করবেন প্লেটের ২০% খাবার না খাওয়ার। হালকা শরীর চর্চার মাধ্যমে শরীরের নিয়ন্ত্রণ রাখা। সবসময় হাসিখুশি থাকুন। নিজে হাসুন অন্য কে হাসান। ভালো থাকলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে' ও প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন, গাছপালা গ্রামের পরিবেশকে উপভোগ করুন। তাহলে শরীর ও মন ভালো থাকবে। মানুষকে ধন্যবাদ দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। বর্তমান সময় নিয়ে চিন্তা করুন। অতীত নিয়ে আক্ষেপ করবেন না।

জাপানিদের মতে ইকিগাইয়ের নিয়ম কানুন মেনে চলুন ও জীবনকে সুন্দর করা ও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্য আপনার জীবনের ইকিগাই খুঁজে বের করুন।

কে সর্বোচ্চ, সুপ্রিম কোর্ট না সংসদ!

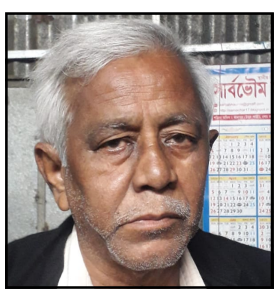

সুনীল কুমার রায়

গত ১১ (এগারই) জানুয়ারী, বুধবার ভারতের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারপার্সান জগদীপ ধনকড় জয়পুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্সি অফিসার কনফারেন্সে এক বক্তব্যে ভারতীয় সংবিধানের এক বির্তকের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন কংগ্রেস নেতা চিদম্বরম, কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ, প্রাক্তন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সহ একাধিক আইন বিশেষজ্ঞরা।

এই কনফারেন্সে ধনকড় বলেছেন, ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতীর মামলার ফলাফল এক খারাপ নজীর, এমনকি কলেজিয়াম ব্যবস্থার সমালোচনা করে উচ্চপদে নিয়োগে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়মেন্ট কমিশন বাতিল, বিশ্বের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নজির বিহীন ঘটনা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সরকারী এক দায়িত্বশীল পদে অবস্থান করে এই ধরনের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত জানানোয় সবাই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সংশ্লিষ্ট দলের মধ্যেও প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, কেন্দ্রের ক্ষমতাশীল বিজেপি'র অরুণ জেটলির মতে, আইনজীবীরাও কেশবানন্দ ভারতীর মামলার রায়কে মাইলফলক বলে মনে করতেন।

কী ছিল কেশবানন্দ ভারতীর মামলার বিষয়বস্তু ? ১৯৬৯ সালে কেরল সরকার ভূমি সংস্কার (সংশোধনা) আইন এবং ২৪,২৫,২৯ ধারার তিনটি সংশোধনা বিল বিধান সভায় আনে। সে সময় কেশবানন্দ ভারতীর কেরলে এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, অবশ্য এখনও আছে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এই আইন চালু হলে তার মঠের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে, সাথে সাথে আয়ের উৎস শেষ হয়ে যাবে, এসব বিবেচনা করে ১৯৭০ সালের ২১শে মার্চ সুপ্রিম কোর্টে এক রিট পিটিশন করেন। সেই মামলায় ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ১৯৭৩ সালের ২৬শে মার্চ অবধি শুনানী চলে।

যেহেতু ধর্মীয় ব্যাপার। ফলে মামলার গুরুত্ব অনুধাবন করে সুপ্রিম কোর্ট নজির বিহীন ভাবে শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ১৩জন সদস্যের এক ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করেন। ভারতীর জন্য সওয়াল করেন তৎকালীন প্রখ্যাত আইনজীবী নানি পালখিভানা, সঙ্গে একাধিক আইনজীবী। সংবিধানের এই ২৪ তম সংশোধনী নিয়ে সংশ্লিষ্ট মনে খুব উদ্বিগ্ন ছিল। এই সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল যে, সংবিধানের ১৩ নং ধারার তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারকে লঙঘন করবে এমন কোন আইন পাশ করা যাবে না। আবার ৩৬৮ ধারায় বলা আছে। সংসদকে সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা প্রদান করার কথা বলা আছে। এই মামলায় সংশোধনী করে বলা হল যে, ১৩নং ধারাকে ৩৬৮ নং ধারায় অর্ন্তভুক্ত করা হোক।

ইতিমধ্যে ১৯৭১ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকারের এই বিষয়ক মামলায় ১৩ এবং ৩৬৮ ধারায় সংবিধানকে মর্য্যাদা দেওয়ার স্বপক্ষে রায় দেওয়া হয়। কেশবানন্দ ভারতীর এই মামলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে শেষে সুপ্রিম কোর্টের তের জনের ডিভিশন বেঞ্চ ৭ঃ৬ অনুপাতে ভোটা ভুটি হয়ে রায় দানে বলেন যে, (১) কোন অবস্থাতেই ১৩ নং ধারা ৩৬৮ ধারা প্রযোজ্য হবে না (২) সংসদকে কিছুটা ক্ষমতা দেওয়া হয় (৩) সংবিধানের মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

ধনখড় মোদী সরকারের আইন খারিজ করে দেওয়ার জন্য তীব্র ভাবে সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করে বলেছেন, জাতীয় বিচারপতি নিয়োগ কমিশন আইন খারিজ অন্যায়, যেমনটি ১৯৭৩ সালে ভারতীয় মামলার সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল। অর্থাৎ জগদীপ ধনখড়ের বক্তব্যানুসারে বলা যায়, সংবিধান নয়, সংসদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

প্রতিবাদ এখানেই। এই হাস্যকর যুক্তি মানলে দেশের মূল কাঠামো ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর কুঠারাঘাত করা হবে। এই বক্তব্য কার্য্যকরী হলে সংসদে কোন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে তারা ইচ্ছামত আইন সংশোধন করে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, এটা গণতন্ত্রের বিপদ।

আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংসদ না সুপ্রিম কোর্ট— কে সর্বোচ্চ? গোলকনাথ ও কেশবানন্দ ভারতীর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, কোন অবস্থাতেই সংবিধানের মূল কঠামোয় হাত দেওয়া চলবে না। প্রতিবাদী কণ্ঠে সংবিধানকে মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত।

তৃণমূলকে ভোট না দিলে মিলবে না লক্ষ্মীর ভান্ডার,

প্রথমপাতার পর...

এদিন সকালে এক তৃণমূল কর্মী বীণা দেবীর কাছে অভিযোগ করেন, আবাস যোজনায় যারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য না, তাদের বাড়ির তালিকায় নাম রয়েছে। অথচ যারা ছেঁড়া পলিথিনের নিচে থাকে তাদের নাম নেই। আপনি তদন্ত করে দেখুন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বীনা দেবী।

শুক্রবারে গাইঘাটা ব্লকের ধর্মপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির দূত হয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিত দাস।

তিনি কুলপুকুর মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন। গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। নলকুড়া গ্রামের বাসিন্দারা জানান, গ্রামের রাস্তা বেহাল পিচের করে দিতে হবে, না হলে তারা ভোট দেবেন না। অনেকেই আবাস যোজনায় ঘর পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাইনি বলেও কেউ কেউ বলে অভিযোগ জানান, আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও আর্থিক সাহায্য মেলেনি বলে জানিয়েছেন কয়েকজন গ্রামবাসী। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, গ্রামের রাস্তাটি যত দ্রুত সম্ভব পাকা করে দেওয়া হবে। প্রকৃত গরিব মানুষ, যারা আবাস যোজনায় ঘর পাননি, তাদের ঘরের ব্যবস্থাও আমরা করব।

ঠাকুরনগরের কলাভূমি উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৫ জানুয়ারী সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করে দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত কলাভূমি উৎসবের উদ্বোধন করেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক সংস্কৃতি প্রেমী সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অসিত দাস, অভিজিৎ বিশ্বাস, ড. অরূপ মজুমদার ও মৃণালকান্তি

বিশ্বাস প্রমুখ। কলাভূমি নৃত্য সংস্থার কর্ণধার স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী কৃষ্ণবণিক উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ বিশিষ্ট জনদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

ঠাকুরনগর স্টেশান পার্শ্বস্থ খেলার মাঠের সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে স্থানীয় উদয়ন সংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত কলাভূমি উৎসব স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী অপূর্ব গাইন ও কৃষ্ণ বনিক সহ সংস্থার অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত কলাভূমি উৎসবের সূচনায় ছোটদের 'ভূতো' ও সুকুমার রায়ের 'কুমড়ো পটাশ' কবিতা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

এছাড়া কথক, ভাওয়াই ও প্রাদেশিক নৃত্যের অনুষ্ঠান ছাড়াও কৃষ্ণ বণিকের পরিচালনায় নৃত্যালেখ্য 'কালো ভ্রমর' এবং কৃষ্ণ বণিক অপূর্ব লাল গাইনের নির্দেশনায় বিরসা মুন্ডার নৃত্যশৈলী সমবেত দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করে। উৎসবের দ্বিতীয় দিন স্থানীয় সৃজন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের বাচিক শিল্পীদের আবৃত্তির অনুষ্ঠান, পরশ সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিচালক বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাসের নির্দেশনায় মূকাভিনয় চিলি চাইল্ড এবং সবশেষে ঠাকুরনগরের অন্যতম নাট্যদল অনুরঞ্জন পরিবেশিত মঞ্চসফল নাটক 'বিগবাজার' দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও শিক্ষক বাবুলাল সরকারের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। সবকিছু মিলিয়ে কলাভূমি উৎসব-২০২৩ সার্থকতা লাভ করে।

সেবার কম্বল প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ সারা বছরই নানা সেবামূলক কর্মসূচী পালন করে থাকে জেলার অন্যতন সমাজ সেবী সংস্থা গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি। সমিতি পরিচালিত মছলন্দপুরের বর্ণাশ্রমে গত ১৭ জানুয়ারী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এলেকার দুঃস্থ মানুষজনে হাতে শীত বস্ত্র কম্বল তুলে দেওয়া হয়। শীতের মরশুমে শীতবস্ত্র পেয়ে অতিশয় খুশি এলেকার অসহায় হতদরিদ্র মানুষজন। কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে উপস্থিত ছিলেন সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার ও সমাজকর্মী রাসমোহন দত্ত প্রমুখ বিশিষ্টজন।

অন্যদিকে এদিনই সেবা সমিতির বীরাঙ্গনা প্রকল্পে এলেকার কয়েকজন ছাত্রীকে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মেয়েদের আত্মরক্ষার্থে এই প্রশিক্ষণ যথেষ্ট কাজে আসবে বলে বিশিষ্টজনেরা মন্তব্য করেন। সেবা সমিতি আয়োজিত এই প্রশিক্ষণকে ঘিরে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বালন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে গত ২৪ জানুয়ারী সাড়ম্বরে শুরু হয় চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ সম্পাদক জনার্ধন চক্রবর্তী, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগি শান্তিময় চক্রবর্তী, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী হেমকান্তি মজুমদার, বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজল ঘোষ, সদস্য উত্তম লোধ, বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও রঞ্জিত বালা প্রমুখ। প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে বিদ্যালয়ের অতীত ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্য রক্ষার আহ্বান জানান। এদিন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়াদের বিগত ৪ বছরের মেধা সহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। জীবনে একটিও মেডিক্যাল লিভ না নেওয়ায় মানপত্র ও নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র ও শিক্ষক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিককে। সমাজ সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান সেই সঙ্গে বিগত শিক্ষাবর্ষে নিট উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি ভাবি চিকিৎসক বিদ্যালয়ের ৬ জন ছাত্রকেও এদিন সংবর্ধনা জানান হয়। পুরস্কার বিতরণ শেষে বিদ্যালয় অঙ্গনের

চতুর্থ পাতায়...

সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের নাট্যমেলা

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের উদ্যোগে উদযাপিত হল তিন দিনব্যাপী ব্যাপক নাট্য উৎসব। চতুর্থতম বর্ষে গাঁড়াপোতা বর্ণপরিচয় অডিটোরিয়ামে তিন দিনের এই নাট্য উৎসবে বাইরে নাট্য দলের নাটক এবং গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের নাটক মিলিয়ে মোট নটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এবারে এই নাট্যমেলায় অডিটোরিয়াম এর বাইরের ডেকরেশন ছিল চোখে পড়ার মত। ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেনের মতো গুণী ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে সবটা সাজানো হয়েছিল। গুণী শিল্পীদের নামেই নামকরণ করা হয় মঞ্চের নাম।

প্রথম দিন গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের ছোটদের নাটক 'সিদ্ধিদাতা', ইমন মাইম সেন্টারের মূকাভিনয় এবং গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের 'মনমালতি' এই নাটক তিনটি উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় দিন ঢাকুরিয়া নাট্যমুখের 'চোলি কে পিছে', চাকদহ কলা কেন্দ্রের 'তোমার তটরেখা থেকে' এবং গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের 'অলাতচক্র' নামক নাটক হয়। তৃতীয় দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে কলকাতা স্বতন্ত্রের 'জননী', গোবরডাঙ্গা নক্সার 'হুলো' আর গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের 'শব্দটি অভিধান নেই' নাটক তিনটি হয়। প্রত্যেকটি নাটকের বিষয়বস্তু এবং সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ দর্শককে আকর্ষিত করেছে। নাট্য মেলায় আগত বহু দর্শক তাতে ভালো লাগার কথাও জানিয়েছেন।

গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের অন্যতম কর্মকর্তা অর্ণব চ্যাটার্জি বলেন, আমাদের এই নাট্যমেলা আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মকে নাটকমুখী করে তোলা।

যেহেতু এখন নতুন প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকে গেছে, আমরা চাই আবার সবাই নাটক দেখুক, আগ্রহী হোক নাটকের প্রতি।

অসম সাহসী জহিরুদ্দিন গুনীন প্রয়াত

লুৎফর রহমান ঃ উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার বাগদা ব্লকের মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তগত মথুরা গ্রামের এক স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত স্থপতি জহিরুদ্দিন মণ্ডল গত মঙ্গলবার ৬ ডিসেম্বর ২০২২ সকাল ১.১৫ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তিনি ছিলেন এক অতি দুধর্ষ ও দুঃসাহসিক ওঝা এবং এক অতি নামডাকি গুনিন। আড়াই হাজার মন্ত্র মুখস্থ বলে দিতে পারতেন জলের মতন। সাধনায় তিনি লাভ করেছিলেন দিব্যজ্ঞান। অন্য ওঝারা হাল ছেড়ে দিলে পরবর্তীকালে ডাক পড়তো জহির ওঝার। তবে ষাট দশকের পর তিনি গুনিন বা ওঝার কাজ একেবারে ছেড়ে দেন। আজও তাঁর স্মৃতিকে মনের মনিকোঠায় স্থায়ী করে রেখেছেন অসংখ্য অনুরাগী, গুনমুগ্ধ মানুষ।

তিনি ছিলেন এলাকার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, ভদ্র এবং মানবদরদি। বামফ্রন্ট আমলে তিনি ছিলেন ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কর-আদায়কারী। ১৯৭৮ সালে তিনি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। অবসর গ্রহন করেন ২০১৬ সালে। এছাড়া তিনি কাপাসহাটি মিলনবীথি হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন ৬ বছর। বর্তমানে তাঁর চারপুত্র এবং তিন কন্যা ও শেষ পক্ষের স্ত্রী বর্তমান। মথুরা গ্রামের মধ্যে তাঁকে মন্টু পাল ওরফে শান্তি পালকে সকলে পলিটব্যুরো বলে সম্বোধন করতো। সাধারণের কাছে এটা তাঁর একটা বিশেষ পরিচয়ের দিক। প্রয়াত ব্যক্তির জনপ্রিয়তা এতটাই উচুঁতে ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই তাঁর বাড়িতে মানুষের ভীড় উপচে পড়ে। আদতেই অত্যুক্তি হবে না একথা, তিনি মৃত্যুর কুড়ি দিন আগে পর্যন্ত খালি চোখে সংবাদপত্র ও বই পড়েছেন। যতদিন পঞ্চায়েতের কাজ ও স্কুল পরিচালন সমিতির কাজ করেছে, কোন ভাবেই তাঁর চশমার দরকার পড়েনি। এই ঘটনাকে বিরলতম বললেও বোধহয় কম বলা হয়।

নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে মণীষা ও ইমনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহাঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন মণীষা ও ইমন মাইম সেন্টার এর সদস্যগণ। ২১ জানুয়ারী সকালে রোড রেস ও সন্ধ্যায় ১৬ দলীয় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে মণীষাও ইমন আয়োজিত বার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে স্থানীয় রাজবল্লভপুর স্কুল প্রাঙ্গনে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে এলেকার ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ক্যুইজ, বিতর্ক, অংকন ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগহন করে। এছাড়াও ছিল বেকথ্র সায়েন্স সোসাইটির বিজ্ঞান সচেতনতা মূলক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উৎসবে মণীষা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান ও নৃত্যনাট্য 'হিংসুটে দৈত্য' এবং ইমন মাইম সেন্টারের কুশীলবগণ পরিবেশিত নাটক 'আলিবাবা' সমবেত দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে। ২৩ জানুয়ারী সকালে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে মহানদেশ নায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৬ তম জন্মবর্ষিকি উদ্‌যাপন করা হয়। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাবড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অজিত সাহা, সমাজকর্মী হরিপদ পাল, রমা বনিক, বিষ্ণু মজুমদার, স্বপন দাস, ছিলেন অধ্যাপক অভিজিৎ ব্যানার্জী, অধ্যাপক কার্তিক পাইক, শিক্ষক আশিস রায়, প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক, সাহিত্যিক রাসমোহন দত্ত, ইন্দ্রজিৎ আইচ, ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্রীড়াবিদ জ্যোতি গোপাল দাস প্রমুখ। ইমন মাইম সেন্টারের কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সংস্থার সদস্যরা সকলকে বরণ করে নেন। স্বাগত ভাষণে মনীষার সভাপতি দেবব্রত বিশ্বাস বছরভর মণীষা ইমন এর বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তুলে ধরেন। বিশিষ্টজনেরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগনের হাতে আকর্ষনীয় পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সবশেষে নাটকের শহর গোবরডাঙার নাবিক নাট্যম পরিবেশিত মঞ্চসফল নাটক মনোজ মিত্রের 'পাখি' উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

জন্মদিনে কিশলয় সংঘের নেতাজী স্মরণ

সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ জানুয়ারী মহান দেশনায়ক ও স্বাধীনতা যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘের সদস্যরা।

এদিন সকালে নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে সুসজ্জিত ক্লাব অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অন্যতম সদস্য স্বাগতম বিশ্বাস। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ক্লাব সম্পাদক দেবাশিষ বালা সহ অন্যান্য সদস্যগন।

সমবেত ক্লাব সদস্য ও উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন, কর্ম, আদর্শ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

ক্লাব সদস্য সাগর রায়ের সুচারু পরিচালনায় কিশলয় সংঘ আয়োজিত এদিনের নেতাজী স্মরণ অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি প্রদানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান ক্লাব সদস্যগণ।

প্রশংসিত ইমন মাইমের

প্রথমপাতার পর...

বুঝতে পেতে কিশোরীটি মুক্তি দেয় তার ধরা সবকটি ফড়িংকেই। হলের সমবেত দর্শক সাধারণ 'শৈশব' নাটকটির কাহিনী ও ছোট্ট কিশোরীর প্রাণবন্ত অভিনয়ের প্রশংসা করে। সংস্থার পরিচালক ধীরাজ হাওলাদারের ভাবনা ও নির্দেশনা, সেই সঙ্গে সৃজার প্রাণবন্ত অভিনয় 'শৈশব' মূকনাটকটিকে সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনের মণিকোঠায় পোঁছে দেয়।

সন্ধ্যা কুমুদ গান মেলা

৩০ ও ৩১ জানুয়ারী ২০২৩, স্থান ঃ ঠাকুরনগর খেলার মাঠ

আয়োজনে ঃ ঠাকুরনগর সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমি।

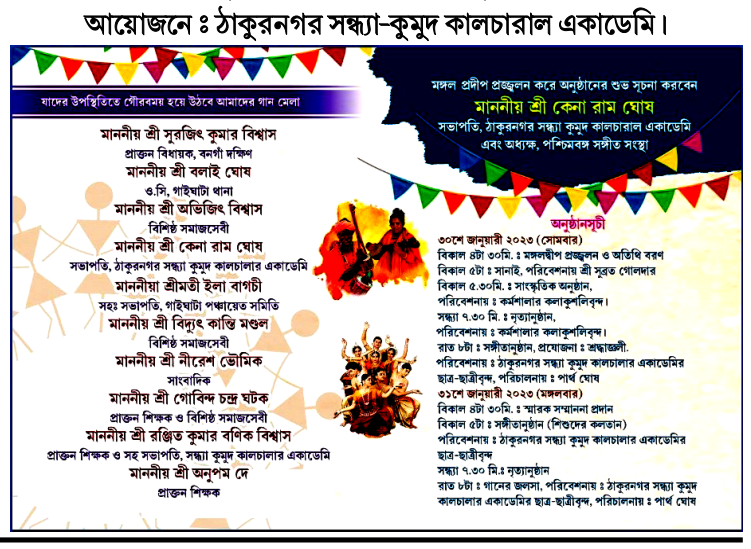

বিশিষ্ট ফুটবলার খগেন্দ্র নাথ দত্তের মূর্তি প্রতিষ্ঠা।

নীরেশ ভৌমিক ঃ 'সব খেলার সেরা বাঙালীর ফুটবল'— সেই ফুটবলকে যিনি একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন, ফুটবলের জন্য যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন;

চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা সেই বিশিষ্ট ফুটবলার প্রয়াত খগেন্দ্র নাথ দত্তের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল গত ২৩ জানুয়ারী। এদিন অপরাহ্নে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে আবক্ষ মূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন বার্ষিয়ান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী কালিপদ সরকার। প্রয়াত ফুটবলার খগেন্দ্র নাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ঢাকুরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত এদিনের মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতীত দিনের বিশিষ্ট ফুবলার ও খগেনবাবুর সতীর্থ তপন মিত্র, অশোক দাস, অর্জুন মল্লিক, অবনী বিশ্বাস, ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, কর্মাধ্যক্ষ অজয় দত্ত, কালিপদ বিশ্বাস, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, সদস্য কাজল ঘোষ, সমাজকর্মী চিত্তরঞ্জন হালদার, কপিল ঘোষ, প্রফুল্ল বসু ও ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি শান্তিময় চক্রবর্তী। উদ্যোক্তারা সকল বিশিষ্টজনদের স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। ক্লাব সভাপতি প্রেমাঙ্কুর নারায়ণ চৌধুরী, সম্পাদক সুষম কর ও সদস্য দীপক মজুমদার সকলকে স্বাগত জানান।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্রেয়া ঘরামীর গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা সকলে ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত ফুটবলার, সংগঠক ও সমাজকর্মী খগেন দত্তের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তিনি শুধু ভালো ফুটবলার ছিলেন না। ফুটবলার তৈরী করতে এবং এলেকার উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেন। এদিন ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দির কমিটি সহ এলেকার বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের পক্ষ থেকেও খগেন দত্তের আবক্ষমূর্তিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

গাইঘাটার ঝাউডাঙা হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯ ও ২০ জানুয়ারী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পরদিন পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গাইঘাটার ঝাউডাঙা সম্মিলনী হাই স্কুলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন রায় জানান, অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৩০টি ইভেন্টে তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহন করে।

দ্বিতীয় দিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি রঞ্জিৎ বিশ্বাস, প্রাক্তণ সম্পাদক কৃষ্ণপদ গাইন, সদস্য দুলাল বিশ্বাস, তপন সিংহ রায়, আনন্দ দাস, ছিলেন প্রাক্তণ শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, সমাজকর্মী সন্ধ্যা বৈরাগী প্রমুখ। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আন্না বিশ্বাস। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে পড়ুয়াদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশে এ ধরনের অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন রায় উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়াও বার্ষিক পরীক্ষায় বিভিন্ন শ্রেনিতে ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী শিক্ষার্থীগণকেও পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীত নৃত্য আবৃত্তি ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে।

অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এদিন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গোবরডাঙায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

সমর বিশ্বাস ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা বিগত বছর গুলির মতো এবারও গত ২২ জানুয়ারী বাৎসরিক মিলন উৎসবের আয়োজন করে। এদিন সকলে স্থানীয় খাঁটুরা হাই স্কুল পার্শ্বস্থ আম্রকুঞ্জে সংস্থার সদস্যগণ সহ আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত হন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত, পাঁচুগোপাল হাজরা, সংস্কৃতি প্রেমী মিহির লাল চক্রবর্তী, পলাশ মণ্ডল, গনেশ আচার্য্য, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টচার্য সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় ও প্রসারে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার বছরভর নানা কর্মকান্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন। সুসজ্জিত অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে সংস্থার ছোট বড় সকল সদস্যগণ সংগীত, নৃত্য, আবৃতি ও নাটকে অংশগ্রন করে। আবৃত্তি পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা লাভ করে ছোট আলোক বর্তিকা ভট্টাচার্য, আইভি সান্যাল ও রুমকি দে। সংস্থার অন্যতম সদস্য স্মৃতি চক্রবর্তীর পরিচালনায় অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের একক ও সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে মিহির চক্রবর্তী, হৈমি শীল ও সুনীল বিশ্বাসের সংগীত সকলের মন জয় করে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা প্রযোজিত সকলের ভালোলাগার নাটক 'মাটির টানে' ও স্মৃতি চক্রবর্তী পরিবেশিত একক নাটক 'গান্ধারী' দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নাট্যসংস্থার এই মহতী উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন

রাসমোহন দত্ত, পাঁচুগোপাল হাজরা। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অতীত দিনের সদস্য শুভ, অনামিকা, অনিমা প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার অবদান সকলে স্বীকার করেন। সংস্থার সদস্য শোভন মণ্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

তৃতীয়পাতার পর...

সুসজ্জিত মঞ্চে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য এবং মূকাভিনয় পরিবেশন করে। বিদ্যালয়ের নবাগত শিক্ষক দেবাশিস বোসের কণ্ঠে শুভ দাশগুপ্তের কবিতা, ব্রক্ষপুত্র বন্দনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রী শতরুপা ঘোষের নৃত্য শৈলী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোবিন্দ কুন্ডু ও শিক্ষিকা নন্দিতা রায়ের নির্দেশনায় থিম ড্যান্স 'করোনা যুদ্ধ ফিরে দেখা', অনুষ্ঠানে ছাত্র- ছাত্রীদের দুরন্ত অভিনয় সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। শিক্ষক সঞ্জয় ঘোষের পরিচালনায় ছোট ছোট পড়ুয়াদের অভিনয়ে সমৃদ্ধ শিক্ষা ও সমাজ সচেতনা মূলক রাজু দেবনাথ ও শ্রীপর্না মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া লোক সংগীতের অনুষ্ঠান সমবেত শ্রোতৃ মণ্ডলীর মন জয় করে। এদিনের বার্ষিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা

পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষক তাপস ঘোষের পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST

Tapabrata Sen
Proprietor

LOGISTICS

7501855980 / 7001727350

futureindialogistics@yahoo.com

Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235

TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**